সাহাবীদের আলোকিত জীবন

[প্রথম খণ্ড]

মূল (আরবী)

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

অনুবাদ

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

ড. মুহাম্মদ মঈনদ্দীন

সম্পাদনা

মাওলানা মুজাম্মিল হক

ড. আব্দুল জলীল

সবুজপত্র

সাহাবীদের আলোকিত জীবন - প্রথম খণ্ড

[SP-ID-17-09]
প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭। মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৯০-৯৪।
ওয়েবসাইট: www.sobujpatro.com,
ফেইসবুক পেইজ: fb.com/sobujpatropublicatios
অনলাইন পরিবেশক: Sahera Shop - সাহেরা শপ

স্বত্ব: সংরক্ষিত

নতুন সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫ ঈসায়ী
প্রথম প্রকাশ: ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন

মূল্য: **৩৮০** (তিনশত আশি) টাকা মাত্র

صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ - ١
تاليف: الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا
ترجمة: محمد عبد المنعم، الدكتور محمد معين الدين
مراجعة: مزمل حق، الدكتور عبد الجليل
الناشر: مكتبة سبوز بترو، داكا، بنغلاديش

STORIES FROM THE LIVES OF THE SAHABAH
(Sahabider Alokito Jibon) Vol-1
by Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha
Translated by Mohammad Abdul Monyem,
Dr. Mohammad Moinuddin
Edited by Dr. Abdul Jalil, Maulana Mojammel Haque
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: BDT **380** (Three Hundred Eighty) only.

ISBN 978-984-98906-5-2

লেখক পরিচিতি

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর সিরিয়ার আরিহা শহরে জন্ম। জন্মের চার মাসের মাথায় বাবাকে হারান। চার বছর বয়সে মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলে দাদার কাছেই লালিত-পালিত হন। সিরিয়ার প্রাচীনতম শরয়ী শিক্ষাগার হালাব শহরের মাদরাসা খুরভিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশোনা করেন। তারপর মিসরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে অর্জন করেন উসূলে ফিক্হের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি। আল-আজহারে পড়াশোনা শেষ করে কায়রো ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা শিক্ষকতা, সাহিত্যসাধনা ও গবেষণাতেই জীবনভর সম্পৃক্ত ছিলেন। এক সময় দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরব সফরে গেলে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইউনিভার্সিটি থেকে অধ্যাপনার প্রস্তাব পেয়ে সেখানেই স্থির হয়ে যান। আরবি ভাষার সেবা, সাহিত্যসাধনা ও গবেষণার পাশাপাশি মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সেখানেই কাটিয়ে দেন জীবনের বাকি বাইশটি বছর।

ইসলামী সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে ড. রা'ফাত পাশা প্রধানত দুটো ভাগে কাজ করেছেন- (১) ইসলামের স্বর্ণযুগে রচিত দাওয়ামূলক কবিতা সম্ভারকে শিল্পের নিক্তিতে মেপে সমালোচনা। (২) ইসলামের অতীত ইতিহাসকে খ্যাত ও বিস্মৃত মনীষীদের জীবনীর আদলে অনন্য রচনাশৈলিতে উপস্থাপন।

জীবনী সাহিত্যে রা'ফাত পাশা যে কাজগুলো করে গেছেন, তা আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা', 'সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়াত' ও 'সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়িন' শিরোনামের তিনটি গ্রন্থ তাঁকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এ ছাড়া 'আদ-দীন আল-কাইয়িম', 'লুগাত আল-মুসতাকবিল'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আরও বিপুল কাজ করে গেছেন তিনি।

৬৬ বছর বয়সে প্যারালাইসিসের কারণে ড. রা'ফাত পাশার শরীরের একাংশ বিকল হয়ে যায়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় ডাক্তারের পরামর্শে কিছু দিনের জন্য হাওয়া বদলের উদ্দেশে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে যান এবং সেখানেই জুলাইয়ের ১৮ তারিখ মুতাবেক ১১ জিলক্বদ ১৪০৬ হিজরী শুক্রবার রাতে ইন্তিকাল করেন। ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক 'ফাতেহা' গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়, যেখানে শুয়ে আছেন বিপুল সংখ্যক সাহাবী আজমাঈন ও তাবেয়িনে কেরাম।

***

গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারের মূল্যায়ন

[১]

ড. আয়েদ রাদাদী

ড. রা'ফাত পাশা সাহাবী ও তাবেয়ীদের জীবনী চিত্রায়নে অন্যান্য অনুবাদকের মতো গতানুগতিক পথে হাঁটেননি। যারা সাধারণত কোনো ব্যক্তি এতো দিন জীবিত ছিলেন, এসকল কাজ করেছেন এবং অমুক তারিখে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করে জীবনী-রচনার দায় সারেন!

বরং বলা যায়, উম্মাহর সর্বোত্তম পূর্বসূরিদের প্রদীপ্ত চিত্রাবলি ড. পাশা'র সকল ইন্দ্রিয় দখল করে ফেলেছিল। ফলে তিনি তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর লিখনীতে প্রকাশ পায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য, চমৎকার বর্ণনাশৈলী এবং তাঁর হৃদয়ে ঐ সকল মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তারের বর্ণিল ছাপ।

***

[২]

ড. মুহাম্মদ জাদ আল-বান্না

ড. পাশা'র 'সাহাবী ও তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন' সিরিজসহ অন্য গ্রন্থাবলি গঠনমূলক বাস্তবমুখী শিক্ষাদানের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। যার মাধ্যমে তিনি নতুন প্রজন্মের মন-মননে এর বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি চমৎকার পদ্ধতিতে ঐ সকল মহান ব্যক্তির মহানুভবতা এবং তাঁদের প্রথম নববী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরে এক জীবন্ত ও কার্যকর আদর্শ উপস্থাপন করেন। যা স্পষ্টত ইসলামের মহিমা, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের যাদুকরী প্রভাবের কথা প্রমাণ করে।

***

[৩]

নুর আলম খলীল আল-আমীনী

আমি যতবারই গ্রন্থটি পাঠ করি ততবারই নতুন এক স্বাদ আস্বাদন করতে থাকি। একদিকে এর অনন্য প্রাঞ্জল দ্যুতিময় সাহিত্যরস অপরদিকে এর লেখনশৈলী বরং এর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সাহাবীদের প্রতি ড. পাশা'র ভালোবাসার যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা আমাকে বিমোহিত করে।

***

[৪]

মুহাম্মদ হাসান বুরাইগিশ

রা'ফাত পাশা'র লিখনী ও কর্মযজ্ঞ ছিলো তাঁর আবেদনের বহিঃপ্রকাশ, একারণেই 'সাহাবীদের আলোকিত জীবন' ও 'তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন' শীর্ষক ধারাবাহিক গ্রন্থদ্বয় এর অধিকারী হিসেবে বিখ্যাত। প্রোজ্জ্বল সাহিত্যের আবহে লেখা সিরিজ দু'টি আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের জগতে এক অনন্য সংযোজন। যে সাহিত্যের পরতে পরতে মৌলিকত্ব, উচ্চতা, উজ্জ্বলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। ফলে তার প্রণীত গ্রন্থাবলি ছিল পাঠক-মহলে সাড়াজাগানো, বহুল প্রচারিত ও অসংখ্যবার মুদ্রিত সৃজনকর্ম। পাশাপাশি অনেক দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁর রচিত বইসমূহ।

***

[৫]

নায়েফ রাশদাব আতীক

'সাহাবীদের আলোকিত জীবন' ও 'তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন' সিরিজের বইগুলোর মাধ্যমে ছোট-বড় সকলেই আপনাকে বরণ করবে। যে গ্রন্থদ্বয়ে আপনি প্রবিষ্ট করেছেন সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব, উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর চারুতা ও আকর্ষণীয় বয়ানভঙ্গি। যা প্রতিটি পাঠকহৃদয়কে অনায়াসেই আকর্ষণ করে।

***

[৬]

ড. আব্দুল্লাহ হামেদ

জীবদ্দশায় ড. পাশা একজন সাহিত্যিক, লেখক, গল্পকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও গুণগ্রাহীদের মাঝে তিনি প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বরোহী বীর। তিনি কথা বললে গ্রীবাসমূহ প্রসারিত হয়ে যেতো, দৃষ্টিগুলো তার দিকে স্থির হয়ে পড়তো। কারণ, তিনি ছিলেন বাকপটুতা, উচ্চারণ পদ্ধতি, চিন্তাধারা ও মর্মার্থের গভীরতায় দুর্বোধ্যকে সহজকরণ এবং দূরের অর্থ নিকটে আনা ইত্যাদি বিষয়ে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। দক্ষতার সাথে-সাথে যুবক ও তরুণদের ইসলামী সাহিত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার ছিল বিশেষ আগ্রহ। আর তার এই ব্যাকুল আগ্রহের বদৌলতেই সাত খণ্ডে রচিত "সাহাবীদের আলোকিত জীবন, এবং ছয় খণ্ডে রচিত 'তাবিয়েদের আলোকিত জীবন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ দু'টি তাঁকে খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পুষ্পমাল্য পরিয়েছে।

***

[৭]

ফাতিমা মুহাম্মদ সাল্লুম

ড. আব্দুর রহমান পাশা আরবি ভাষায় প্রভাব বিস্তারকারী সাহিত্যিকদের একজন। সৌদি বেতার থেকে প্রচারিত 'সাহাবীদের আলোকিত জীবন' ও 'তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন' নামে তার অনন্য ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের শ্রোতৃমণ্ডলী ও কবিগণের নিকট তিনি যেভাবে পরিচিত; আমিও তাঁকে সেভাবে চিনেছি।

অনুষ্ঠানটির আলোচনাগুলোই পরবর্তীকালে উপকারী গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছিল। এমনকি এক সময় সৌদি শিক্ষামন্ত্রণালয় বালিকা শাখা কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে তা সিলেবাসভুক্ত করেন।

***

[৮]

আব্দুল্লাহ আল-জা'ছীন

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে গভীরভাবে ভালোবাসি। সুতরাং, কিয়ামতের সে ভয়ংকর আতংকের দিনে আপনি আমাকে তাঁদের কোনো একজনের সঙ্গ নসীব করুন। হে সর্বাধিক পরম করুণাময়! নিশ্চয়ই আপনি জানেন, আমি শুধুমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাঁদেরকে ভালোবেসেছি।"

চমৎকার এ কথাগুলো মরহুম ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশা প্রণীত 'সাহাবীদের আলোকিত জীবন' নামক বিস্ময়কর সিরিজের প্রতিটি সংস্করণের প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে। তিনি এ সিরিজের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম প্রজন্মের জীবনী সত্যিকার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে দীপ্তিমান সাহিত্যের ছোঁয়ায় উম্মাহর তরুণদের জন্য উত্তম আদর্শরূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনাপদ্ধতিতে রয়েছে মনোমুগ্ধকর বিশুদ্ধ আরবীর ব্যবহার; যা শ্রোতা ও পাঠকের কর্ণকুহরকে শ্রবণে, চক্ষুকে অবলোকনে, অন্তঃকরণকে গ্রহণে এবং মন-মননকে আকর্ষণে একান্ত অনুগত করে ফেলে।

***

[৯]

হামাদ আল-আলইয়ান

সাহাবীদের জীবনী বর্ণনায় আপনি রা'ফাতকে দেখতে পাবেন, তিনি ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সহজ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। তিনি কেবল ঘটনা উল্লেখ করে যাননি; বরং তিনি এসকল জীবনী থেকে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় ও উপকারিতা রয়েছে তা সংযুক্ত করেছেন। ফলে ইসলামের প্রতি উৎসর্গপ্রাণ ও

ইসলাম প্রচারে নিবেদিত আত্মাসমূহের জীবন্ত দৃষ্টান্ত মুসলিম যুবকদের বরণ হয় এবং তাদের পূর্ণ অনুকরণ-অনুসরণে স্পৃহা ও ঝোঁক সৃষ্টি হয়।

এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক (আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জীবন চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে মুসলিম তরুণ-তরুণীর জন্য এক মহৎকর্ম সম্পাদন করে গেছেন। ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক ধারার অনুসরণ করেননি; বরং তিনি এতে সহজ-সরল ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি হাদীস ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি থেকে চয়ন করে প্রত্যেক সাহাবীর সত্যিকার জীবন-চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন।

***

[১০]

আহমাদ আব্দুর রহমান আন-নাম্মাল

ড. রা'ফাত পাশা ছিলেন সে সকল মহান ব্যক্তির অন্যতম, যাঁরা স্বীয় একনিষ্ঠতা ও মৌনতার সঙ্গে কাজ করেন। আমার বিশ্বাস, এমন কেউ নেই, যে 'সাহাবীদের জীবন চিত্র' ও 'তাবেয়ীদের জীবনচিত্র' সিরিজ সম্পর্কে অবহিত নয়। এ ধারাবাহিক গ্রন্থ দু'টিতে রা'ফাত পাশা এক আকর্ষণীয় পদ্ধতি সংযুক্ত করেন, যা সর্বোত্তম পূর্বপুরুষদের জীবনচরিত মুসলিম যুবকের সামনে সহজপ্রাপ্য করে তুলেছে। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যে কেউ এ সিরিজদ্বয় পাঠ করবে সে অবশ্য-অবশ্যই রা'ফাত পাশার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাঁর এ অনন্য কর্মযজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা পোষন করবে।

***

সূচিপত্র

নং	সাহাবীদের নাম	পৃষ্ঠা
	গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারের মূল্যায়ন	১৩
	বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র (বর্ণক্রমিক বিন্যাস)	২২
	প্রথম খণ্ড	
১.	আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী	৩৪
২.	সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী	৪০
৩.	তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী	৫১
৪.	আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী	৬৩
৫.	উমায়ের ইবনে ওয়াহাব	৭৭
৬.	বারাআ ইবনে মালেক আল-আনসারী	৮৪
৭.	ছুমামা ইবনে উছাল	৯৩
৮.	আবূ আইঊব আল-আনসারী	১০৪
৯.	আমর ইবনুল জামূহ	১১৫
১০.	আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল-আসাদী	১২৪
১১.	আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ	১৩৪
১২.	আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ	১৪২
১৩.	সালমান আল-ফারেসী	১৫২
১৪.	ইকরামা ইবনে আবী জাহল	১৬০
১৫.	যায়েদ আল-খাইর	১৭০
১৬.	আদী ইবনে হাতেম আত্ তাঈ	১৭৯
১৭.	আবূ যর গিফারী	১৮৭
১৮.	আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম	১৯৫
১৯.	মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদুসী	২০২
২০.	উসাইদ ইবনে হুদাইর	২১০
২১.	আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস	২১৯
২২.	নু'মান ইবনে মুকাররিন আল-মুযান্নী	২৩৩

নং	সাহাবীদের নাম	পৃষ্ঠা
২৩.	সুহাইব আর রূমী	২৪১
২৪.	আবূ দারদা’	২৪৮
২৫.	যায়েদ ইবনে হারেসা	২৫৯
২৬.	উসামা ইবনে যায়েদ	২৬৮
২৭.	সাঈদ ইবনে যায়েদ	২৭৬
২৮.	উমাইর ইবনে সা‘দ (বাল্য জীবন)	২৮২
	উমাইর ইবনে সা‘দ (কর্মজীবন)	২৮৯
২৯.	আবদুর রহমান ইবনে আওফ	২৯৭
	পরিশিষ্ট: আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু’র হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গে	৩০৬
	দ্বিতীয় খণ্ড	
৩০.	জা‘ফর ইবনে আবী তালিব	৩৩২
৩১.	আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস	৩৪৬
৩২.	সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস	৩৫৫
৩৩.	হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামান	৩৬৪
৩৪.	উক্বা ইবনে আমের আল-জুহানী	৩৭৪
৩৫.	বিলাল ইবনে রাবাহ	৩৮২
৩৬.	হাবীব ইবনে যায়েদ	৩৯০
৩৭.	আবূ তালহা আল-আনসারী	৩৯৭
৩৮.	ওয়াহ্শী ইবনে হারব	৪০৪
৩৯.	হাকীম ইবনে হিযাম	৪১১
৪০.	আব্বাদ ইবনে বিশর	৪১৭
৪১.	যায়েদ ইবনে সাবেত	৪২৩
৪২.	রাবীআ ইবনে কা‘ব	৪৩১
৪৩.	যুল-বিজাদাইন আব্দুল্লাহ আল-মুজানী	৪৩৯
৪৪.	আবুল আস ইবনে আর রাবীঈ	৪৪৫
৪৫.	আসেম ইবনে সাবেত	৪৫৪
৪৬.	উত্বা ইবনে গাযওয়ান	৪৬০

বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র

বর্ণক্রমিক বিন্যাস - তিন খণ্ড একত্রে

[বিষয়সূচির প্রথমে খণ্ডের নম্বর এবং পরে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।]

অগ্নিশিখা জ্বালানোর নেপথ্যে- ১/১৫৩
অতিথিপরায়ণতার বিরল দৃষ্টান্ত- ১/১৮৮
অর্থের প্রাচুর্য ও অঢেল সম্পদের পাহাড় গড়া থেকে সতর্ক থাকার বাস্তব চিত্র- ১/৪৬
অধস্তন সংগঠনের বাইতুল মালের হিসাব-নিকাশের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ- ১/২৯১
অর্ধ পৃথিবীর শাসক ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-র ঘরে সর্বোৎকৃষ্ট খাবারের বর্ণনা- ২/৫৫৫
অধীনস্ত দায়িত্বশীলদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে চমৎকার দৃষ্টান্ত- ১/২৯১
অন্যায়ভাবে জমির সীমানা ভাঙার ভয়াবহ পরিণতি- ১/২৮০
অনুদান, ভাতা ও পরিধেয় বস্ত্রও পেত মানুষ- ২/৬০১
অপরাধ সত্ত্বেও গৃহকর্মীকে শাস্তি না দেয়ার দৃষ্টান্ত- ২/৫৪৬
অপরাধী ও বিপথগামীদের হেদায়াতের পথে আহ্বানের উদাহরণ- ১/১৭৫
অভাব-অনটনের মাধ্যমে জীবন যাপন করাকে প্রাধান্য দেয়ার বিরল দৃষ্টান্ত- ১/৪৫
অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার এক বিরল ও নজিরবিহীন নমুনা- ২/৪৯৩
অভাবী হওয়া সত্ত্বেও নিজের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া- ১/২৯৫
অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতী চিঠি প্রেরণ- ১/৬৬
অমুসলিম সমাজে ইসলামের দাওয়াত পরিচালনা পদ্ধতি- ২/৩৪৭
অমুসলিমদেরকে দেয়া ওয়াদা পালনের দৃষ্টান্ত- ২/৩৩৭
অশতিপর বৃদ্ধাবস্থাতেও জিহাদে অংশ গ্রহণের স্মরণীয় ঘটনা- ১/১১৩
আকাবায় শপথ গ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্যা তিয়াত্তর জন- ৩/৭৮৫
আদর্শ জীবনসঙ্গিনীর উত্তম উদাহরণ- ২/৫৬৫
আদর্শ মাতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত- ৩/৯২৪
আদর্শ মাতার তেজোদ্দীপ্ত জিহাদী চেতনা- ৩/৯২৭
আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারের উদাহরণ- ১/৫২
জনসাধারণ শাসকদের চরিত্রগুণে গুণান্বিত- ২/৫১৫
আপত্তিকর কথাবার্তা ও কার্যকলাপের উত্তম পন্থায় জবাব দেয়ার পদ্ধতি- ২/৪৩৮
আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-র সম্মানে ১৬টি আয়াত নাযিল হয়- ১/১৯৭
আবূ আকীলের তেজদ্দীপ্ত ঈমানী চেতনা- ৩/৬৭০

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর শত্রুতার দরুন সূরা অবতীর্ণ- ২/৫৯৬
আবূ আইঊব আল-আনসারী (রা)-র বাড়িতে রাসূল (স)-এর অবস্থানের বর্ণনা- ১/১০৬
আবূ উবাইদ রাদিয়ালাহু আনহুর স্ত্রী স্বপ্নের মিল- ৩/৭২৩
আবূ বকর ও বিলাল-এর মধ্যকার সংলাপ- ২/৩৮৮
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ১০টি উপদেশ- ৩/৭৯৪
আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপদেশ- ১/২৫২
আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরের আসবাবপত্র- ১/১৯৩
আমরের প্রতি দান করার উপদেশ- ৩/৬৭৫
আমুর রামাদা- ২/৬০০
আযাদকৃত দাসকে নিজের পালক পুত্রের মর্যাদা দান- ২/৫৮৮
আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোআ- ২/৪৯৩
আল্লাহর পথে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের অগ্রীম জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ- ১/৬১
আল্লাহর পথে ইসলামপূর্ব জীবনের কাফফারা হিসেবে দ্বিগুণ অর্থব্যয়ে জীবনবাজি রেখে জিহাদ করার প্রতিশ্রুতি- ১/১২৫
আলেম-ওলামা ও উস্তাদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির চিত্র- ১/১৫৬
আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত- ২/৪০০
আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নমুনা- ১/১৪৫, ২/৪২৯
ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই ইসলামপূর্ব সমস্ত পাপ মোচন হওয়ার বর্ণনা- ১/৯৭
ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কিশোর সাহাবী- ২/৩৩৩
ইসলাম গ্রহণের পরই তুলাইহাকে শয়তানের প্ররোচনা- ৩/৭৭৯
ইসলাম গ্রহণ করাকে বিবাহের মোহর হিসেবে অলংকরন- ৩/৯৪৩
ইসলাম গ্রহণকালে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চমৎকার কাহিনী- ২/৫৯৪
ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ- ২/৪২৫
ইসলামের প্রথম কোষমুক্ত তরবারি- ৩/৭২৮
ইসলামের প্রথম মাসজিদ নির্মাতা- ২/৫৭২
ইসলামের প্রথম শহীদের মহা মর্যাদা- ২/৫৭১
ইসলামের প্রথম দাঈ- ১/২১০, ২/৬৩২, ৩/৬৮৬
ইসলামের প্রথম নিযুক্ত মুয়াজ্জিন- ২/৩৮২
ইসলামে মুসলমানের হাতে তুলে দেয়া প্রথম ঝাণ্ডা- ৩/৬৬০
ইসলামের 'দাওয়াতী বৈঠক ও ইসলামের বিস্তারকল্পে দাওয়াতী গ্রুপ বের করা- ১/২১০
ইসলামে সর্বপ্রথম সালাম প্রদানকারী- ১/১৯০
ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম

আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তার জীবনে বরকত প্রদান করুন।"

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ

আনাস ইবনে মালেক যখন বাড়ন্ত বয়সে পৌঁছান, তখনই তাঁর মাতা 'গুমাইসা' তাঁকে দু'সাক্ষ্যের বাণী শিখিয়েছিলেন। তার কোমল হৃদয়কে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। ফলে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ'র কথা শুনে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, কখনো কখনো মন চোখের পূর্বেই আসক্ত হয়ে পড়ে।

এই ছোট্ট বালক সব সময় কামনা করত, সে যদি মক্কায় তাঁর নবীর নিকট চলে যেতে পারত! অথবা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইয়াসরিবে' তাদের নিকট আগমন করতেন, যাতে সে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভে পরিতৃপ্ত হতে পারে।

এরপর কিছুদিন অতিক্রম হতে না হতেই ভাগ্যবতী ও কল্যাণপ্রাপ্ত 'ইয়াসরিবে' সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথী আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার পথে রওয়ানা দিয়েছেন। এতে মদিনার প্রতিটি ঘর প্রফুল্লতায় ভরে উঠল, আর প্রত্যেক অন্তরসমূহে আনন্দের ধারা বয়ে যেতে লাগল। সকল চক্ষু ও হৃদয় কল্যাণময় পথের দিকে তাঁকিয়ে রইল। যে পথ রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীর পদসমূহ বহন করে 'ইয়াসরিবে' নিয়ে আসবে।

ছোট্ট ছোট্ট বালকেরা প্রতিদিন প্রভাতের আলো ফুটতেই এ কথা ছড়িয়ে দিত, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়েছেন। এতে আনাস অন্যান্য শিশু বালকদের সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে ঘরে ফিরে আসত।

কোনো এক সুবাসিত ও সমুজ্জ্বল সকালে ‘ইয়াসরিব’-এর কিছু লোক উল্লাস ধ্বনি দিয়ে বলে উঠল, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথি মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছেন। এ কথা শোনামাত্রই সকল লোকজন সে বরকতময় পথের দিকে দৌড়াতে লাগল। যে পথ কল্যাণ ও হেদায়াতের নবীকে নিয়ে আসছেন। দলে দলে সবাই প্রতিযোগিতা করে সেদিকে ধাবিত হলো। তাদের মাঝে মাঝে অবস্থান করছিল ছোট্ট ছোট্ট কিশোররা। তাদের চেহারায় আনন্দের ধারা, অন্তরে উপচেপড়া উল্লাস। আর সেসব ছোট্ট বালকদের সম্মুখ ভাগে ছিলেন আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গী আবূ বকর সিদ্দীককে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করলেন। লোকজন ও শিশু-কিশোরদের দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ ভিড়ের মাঝ দিয়ে চলছেন। অন্যদিকে অন্তঃপুরের নারী ও বালিকারা বাড়ির ছাদে উঠে রাসূলুল্লাহ’র দিকে ইঙ্গিত করে একে-অপরকে বলছিল, কোন্‌জন তিনি? কোন্‌জন তিনি?

সে দিনটি এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জীবনের একশ’ বছরের অধিক সময় ধরে সে দিনটির স্মরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় অবস্থান গ্রহণের পরপরই আনাস ইবনে মালেকের মা ‘গুমাইসা ইবনে মিলহান’ রাসূলুল্লাহ’র কাছে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ছিল তার ছোট্ট বালক আনাস, যে তাঁর মায়ের সামনে সামনে হাঁটছিল। আর মাথার কেশ তাঁর ললাটে এসে আন্দোলিত হচ্ছিল।

তিনি রাসূলুল্লাহকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের এমন কোনো নারী বা পুরুষ নেই, যারা আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে, কিন্তু আমার কাছে আমার এ সন্তানটি ছাড়া আপনাকে উপহার দেয়ার মতো আর কিছুই নেই। আপনি একে আপনার খিদমতের জন্য গ্রহণ করুন।’

রাসূলুল্লাহ আনন্দচিত্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তার সম্মুখের কেশগুচ্ছে কোমল অঙ্গুলির পরশ লাগিয়ে তাকে তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

আনাস ইবনে মালেক ‘উনাইস’ (ছোট্ট আনাস - সবাই তাঁকে আদর করে এ নামে ডাকত) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। রাসূলুল্লাহ’র মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করেন। পূর্ণ দশ বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি মহানবীর কাছ থেকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা নিয়ে স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ধারণ করে নিজ অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। সর্বোপরি, তিনি রাসূলুল্লাহ’র জীবনধারা, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এমন বিশদ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী

> “সাঈদ ইবনে আমের এমন মহান ব্যক্তি, যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করে নিয়েছেন। সমস্ত লোভ-লালসা এবং অন্য সবকিছুর চাইতে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।”
>
> - *ঐতিহাসিকদের মন্তব্য*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কার কুরাইশ নেতারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বন্দি করে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করে। সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী ছিল মক্কার সেইসব যুবকদের অন্যতম, যারা কুরাইশ নেতাদের আহ্বানে এই নির্মম ফাঁসির দৃশ্য দেখতে গিয়েছিল। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েও তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। পরিশেষে তারা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তারুণ্যে উচ্ছল সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী নারী পুরুষদের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আবু সুফিয়ান ও সাফওয়ান ইবনে উমাইরের মতো কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়। খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত পা শিকলে বেঁধে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে মক্কার নারী-পুরুষ, শিশু ও যুবকের দল তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে থাকে। উপস্থিত নির্মম জনতা করতালি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ দিচ্ছিল। সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে এ নির্মম দৃশ্য দেখছিল। নির্মম কুরাইশরা আজ এ হত্যার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

প্রতি তাদের সীমাহীন হিংসা-জিঘাংসা চরিতার্থ করছে এবং বদরের যুদ্ধে তাদের নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

ইতোমধ্যেই তারা খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত করেছে। কাফিরদের জিঘাংসার মন খুবাইবের খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠল। চারদিকে কাফিররা তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে হিংস্র ও বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ল। আল্লাহর রাহে নিবেদিত, মযবুত ঈমানী চেতনায় বলীয়ান খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কাফিরদের এ নির্মম নির্যাতনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। প্রচণ্ড শোরগোলের মাঝে হঠাৎ সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী শুনল যে, খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কণ্ঠ থেকে একটি শান্ত ও ধীরস্থির, খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান এক তেজোদীপ্ত আওয়ায বের হলো,

إِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَتْرُكُوْنِيْ، أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ مَصْرَعِيْ، فَافْعَلُوْا

'তোমরা অনুমতি দিলে ফাঁসি দেয়ার আগে আমি দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করতে চাই।'

সাঈদ এ আওয়াজ শোনামাত্রই প্রবল আগ্রহে ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিবলামুখী হয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কী সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক তাঁর সেই নামায! ধীর স্থিরভাবে স্বল্প পরিসরে তিনি দু'রাকায়াত নামায আদায় করে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوْا أَنِّيْ أَطَلْتُ الصَّلٰوةَ جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الصَّلٰوةِ

"আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি, তোমরা এ ধারণা করবে বলে মনে না হলে আমি আমার নামায আরো দীর্ঘ করে পড়তাম।"

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই দীপ্ত ঘোষণার পরই কালবিলম্ব না করে মক্কার কাফিরেরা তাঁর ওপর আবার সেই পৈশাচিক ও অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে দিল। মানুষতো দূরের কথা, একটি নির্বোধ পশুকেও কোনো নির্মম পাষণ্ড জীবিত অবস্থায় তার দেহ থেকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একের পর এক কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করার মতো নির্মমতা প্রদর্শন করতে সাহস পাবে না। অথচ, তৎকালীন মানুষরূপী সেই ইসলামের দুশমনরা জীবিত অবস্থায়ই খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরীর থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি